EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-885-55-00
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

তথ্যপত্র

২৭শে মে ২০১৩ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অংশীদারিত্ব সংলাপ

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের রাজনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ওয়েন্ডি আর. শারম্যান ও বাংলাদেশী পররাষ্ট্র সচিব শহিদুল হক ২৬-২৭শে মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অংশীদারিত্ব সংলাপে যৌথ-সভাপতিত্ব করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেরি আন্ডার সেক্রেটারি শারম্যানকে বাংলাদেশী জনগণের প্রতি তার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার অনুরোধ করেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্বের প্রতি তার জোর সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন। অংশীদারিত্ব সংলাপের সহ-সভাপতিগণ যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে শক্তিশালী ও বর্ধমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সম্পর্কটি বাংলাদেশী আমেরিকান প্রবাসীসহ দুই দেশের জনগণের সম্মিলিত মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তারা এই সম্পর্ককে আরো বিস্তৃত, গভীর ও শক্তিশালী করার প্রতি তাদের সংকল্পের কথা পুনরায় নিশ্চিত করেন। সহ-সভাপতিগণ ও তাদের প্রতিনিধিদল গণতন্ত্র, সুশাসন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, নিরাপত্তা সহযোগিতা ও আঞ্চলিক সমন্বয়সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কার্যকরি আলোচনা করেন। ঢাকায় তার বিভিন্ন বৈঠকে আন্ডার সেক্রেটারি শারম্যান সকলের অংশগ্রহণমূলক, স্বাধীন, সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সংলাপ চলাকালীন আন্ডার সেক্রেটারি শারম্যান ঘোষণা করেন:

- প্রেসিডেন্ট ওবামার স্বাস্থ্য উদ্যোগের অংশ হিসেবে একটি বিশ লক্ষ ডলার মূল্যমানের কর্মসূচি প্রত্যয়ন, যার লক্ষ্য বাংলাদেশের বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতের মাধ্যমে জীবননাশক যক্ষ্মা রোগের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 'ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে এই কর্মসূচিটি বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ফর্মোসিতে যক্ষ্মা রোগের চিহ্নিতকরণ ও চিকিৎসার উন্নয়ন করবে।

- প্রেসিডেন্ট ওবামার বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাংককের প্রদান করা একটি নতুন পাঁচ-বছরব্যাপী ৮০ লক্ষ ডলার মূল্যমানের কর্মসূচি নিরূপন যার লক্ষ্য বাংলাদেশে সৌর বিদ্যুতের প্রসার। পল্লী-বিদ্যুতায়ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি দ্বিতীয় ধাপ কর্মসূচির আওতায় ইউএসএআইডি গৃহ সৌর বিদ্যুৎ পদ্ধতি, পাওয়ার গ্রিড ও সেচ পাম্পের স্থাপনায় অবদান রাখছে।

- যুক্তরাষ্ট্র একটি সমীক্ষা অর্থায়ন করছে যাতে দেশব্যাপী নির্বাচিত শিল্প এলাকাতে কৃষ্ণ কার্বন নিঃসরনের উৎস পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। এই সমীক্ষাটিও প্রেসিডেন্ট ওবামার বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন উদ্যোগের অংশ যা যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের আওতাভুক্ত স্বল্পমেয়াদি জলবায়ু দূষণকারী উপাদান হ্রাসের লক্ষ্যে "ক্লাইমেট অ্যান্ড ক্লিন এয়ার কোয়ালিশন"-এর সম্পূরক বিষয়। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ এই জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে এক লক্ষ মানুষের অর্থনৈতিক ও পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য 'ইউএসএআইডি' ৮০ লক্ষ ডলার মূল্যমানের একটি তিনবছরব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করলো। প্রেসিডেন্ট ওবামার বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা উদ্যোগের আওতাভুক্ত এই সবজিচাষ কার্যক্রম বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় শাক-সবজি উৎপাদন ও গ্রহণ বিস্তার করবে, সমন্বিত কীট ব্যবস্থাপনা চর্চার বৃদ্ধি ঘটাবে এবং কোল্ড চেইন পদ্ধতির বিস্তার করবে।

- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাতে যুক্তরাষ্ট্র কোস্ট গার্ড কাটার জার্ভিসের সফল হস্তান্তর। সমুদ্র জয় নতুন নামকরণ হওয়া এই জাহাজটি এখন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ জাহাজ।

- ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিতে একটি 'আমেরিকান বিজনেস কর্নার'-এর স্থাপনা। এই কর্নারটি যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রসারের জন্য ক্যাটালগ, উপাত্ত ও তথ্য ভান্ডারের ভূমিকা পালন করবে।
- আন্তঃজাতীয় অপরাধ ও সন্ত্রাস মোকাবেলার লক্ষ্যে আইনপ্রণয়নকারী বাহিনীর সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য দশ লক্ষ ডলার মূল্যমানের যুক্তরাষ্ট্রীয় সহায়তা কর্মসূচির উদ্বোধন।

এছাড়াও,

- আন্ডার সেক্রেটারি শারম্যান একটি দ্বিপাক্ষিক জ্বালানি সংলাপের সুচনা স্বাগত জানান এবং জাতিসংঘের সকলের জন্য টেকসই জ্বালানি (এসইফরঅল) উদ্যোগের মাধ্যমে উভয় সরকারের জন্য বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সুযোগগুলো সংকলিত করার জন্য চলমান কর্মসূচির ঘোষণা দেন।

- আন্ডার সেক্রেটারি শারম্যান ও পররাষ্ট্র সচিব হক ঘোষণা দেন যে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত চুক্তি ২০০৩ (এসএন্ডটি) সহযোগিতাকে আরো এক দশক বৃদ্ধি করার ঐক্যমত্য নিশ্চিত করার খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে। এই বৃদ্ধি মূলত দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান চুক্তির আওতায় জোরালো এসএন্ডটি সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করেই করা হচ্ছে।

- আন্ডার সেক্রেটারি শারম্যান ও স্বরাষ্ট্রসচিব মুসতাক আহমেদ একটি সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা উদ্যোগ স্বাক্ষর করেন যাতে উভয় দেশের জন্য উচ্চ প্রাধিকার সম্পন্ন একটি বিষয়ে আমাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যায়।

- আন্ডার সেক্রেটারি শারম্যান ও পররাষ্ট সচিব হক ঘোষণা দেন যে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ একটি সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা উদ্যোগের বক্তব্য নিরূপন সম্পন্ন করেছেন যাতে উভয় দেশের জন্য উচ্চ প্রাধিকার সম্পন্ন একটি বিষয়ে আমাদের অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যায়। তারা এখন প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন সংগ্রহের চেষ্টা করবেন এবং তা স্বাক্ষরের জন্য সময় ও স্থান নির্ধারণের আলোচনা শুরু করবেন।

- আন্ডার সেক্রেটারি শারম্যান বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্ত এলাকায় হুমকির সম্মুখীন জনগোষ্ঠীর প্রতি মানব সহায়তা প্রদানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অব্যাহত সংকল্পের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বৈঠকগুলোতে আন্ডার সেক্রেটারি শারম্যানের সঙ্গে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা, পররাষ্ট্র দফতরের অর্থনৈতিক ও ব্যবসা বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হোসে ফারনানডেজ, গণতন্ত্র, পররাষ্ট্র দফতরের মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ক্যারেন হানরাহান, জনসংখ্যা, শরণার্থী ও অভিবাসন বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি কেলি ক্লিমেন্টস, পররাষ্ট্র দফতরের জ্বালানি সম্পদ বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রবার্ট আইকর্ড, পররাষ্ট্র দফতরের দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জন্য প্রতিরক্ষা বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির প্রিন্সিপ্যাল ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওয়াকুইন ম্যালাভেট, পররাষ্ট্র দফতরের রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ক অফিস ডিরেক্টর ভানজালা রাম এবং রিচার্ড গ্রিন।

আন্ডার সেক্রেটারি শারম্যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সরকারি কর্মকর্তা, শ্রমিক নেতা, মালিকপক্ষ ও ক্রেতাদের সঙ্গে পোশাকশিল্পে শ্রম বিষয়ের ওপর একটি গোলটেবিল আলোচনাতেও অংশগ্রহণ করেন।

==========